

ড্র্যামোবাসা বনাম ড্র্যামো বাসার গল্প

-জাহেদ আহমদ

anondomela@yahoo.com

১৯৯১-১৯৯২এর দিকের কথা। তখন ঢাকার ফকিরাপুল বাজার মসজিদের পাশে মালেক মিয়ান মেসের পাঁচ তলায় থাকতাম। কলেজ কাছে ছিল বলেই ওখানে থাকা, নইলে ঐ এলাকার সামগ্রিক পরিবেশের মান দৃষ্টিতে ওখানে থাকার ব্যাপারটি একেবারে কদম্ববিহীন ছিল না। কো-এডুকেশন ছিল না বলে ভরা যৌবনের সেই দিনগুলিতে মনে বসন্তের রং লাগার ও কোন সুযোগ নেই। রোমানস বলতে মেসের কাছাকাছি জোনাকী, কিংবা কিছুদূরে কাকরাইলের রাজমণি সিনেমা হলে গিয়ে ঢাকাই ছবির নায়িকা চম্পার সুগঠিত ও সুপরিপুষ্ট বুকে নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের মাথা রেখে গান গাওয়ার দৃশ্যে চোখ বুজে ফিলিংস নেয়া। এর বাইরে সপ্তাহ, কিংবা দু'সপ্তাহে একবার করে পড়ন্ত বিকেলে মৌচাক মার্কেটে এক বিয়াইর দোকানে গিয়ে বসে থাকতাম। ঢাকার তন্বী-রূপসীদের চাঁদ মুখের হাসি দেখে প্রাণ জুড়াতাম। কপাল খারাপ হলে কোন কোন দিন শুধুই বিগত-যৌবনাদের দেখে তৃপ্ত (!) হতে হত। এ ছাড়া নটরডেম কলেজে বায়োলজীর গাজী আজমল স্যার, বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক মোক্তার স্যার, মাণিক গোমেজ স্যার (পরবর্তীতে ফার্মগেটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত), নবীনা-চঞ্চলা সহোদরা প্রমিলা-মৃদুলা ব্যানার্জী ম্যাডামদ্বয় এবং ইংরেজী সাহিত্যের সৌখিন সুপুরুষ শেখর গোমেজ স্যারের রসময় মনতব্যপূর্ণ ক্লাশ এটেন্ড করে কোন ক্রমে প্রেমের হাহাকার সামাল নিয়ে দিন অতিবাহিত করছিলাম। একদিন তো ভয়ানক এক কাণ্ড ঘটেছিল! মাণিক গোমেজ স্যার বাংলার ক্লাশ নিচ্ছেন। আমার সিট পিছনের দিকে। আমার ঠিক ডান পাশের সিটে বসা ছিল ফয়েজ নামক এক সহপাঠী। বাড়ি কুমিল্লার চাঁদপুরে। 'মাওলানা মান্নানের আত্মীয়' বললে ফয়েজ খুব ক্ষেপে যেত। স্যার যখন ক্লাশ নিচ্ছিলেন, আমি তখন ফয়েজের সাথে লুকিয়ে ইয়ার্কি মারছিলাম। এক পর্যায়ে ফয়েজ কে 'মামা রে!' বলে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। 'এই যে সিট নাম্বার এইটি ফোর, দাঁড়াও', হঠাৎ করে স্যার আমার দিকে তর্জনী নির্দেশ করতেই আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। খাইছে আমারে! সমস্ত ক্লাশের দৃষ্টি তখন আমার দিকে নিবন্ধিত। দুরুরুর বুকে দাঁড়ালাম। 'ছেলে -মেয়েতে রোমানস হয়, কিন্তু ছেলে -ছেলেতে রোমানস হয় বলে ধারণা ছিল না! তা ও ভর দুপুরে এই ক্লাশে সকলের সামনে!'। 'দু'জনে দু'জনার কান ধরে দাঁড়িয়ে থাক', স্যার বজ্রনির্দানে ঘোষণা দিলেন। মনে মনে বললাম, ধরণী দ্বিধা যাও! স্যারের একদম কমন সেন্স নেই, তাঁর বোঝা উচিত ছিল, কো-এডুকেশনের অভিশাপে অভিশপ্ত আমি দুধের স্বাধ ঘোলে মেটাতে চেষ্টা করছি মাত্র। এতে দোষের কি? উলটো স্যারের ওপর রাগ হলো। এমনি করে সদ্য প্রস্ফুটিত যৌবনের ভরা কানন শুকিয়ে সাহারা মরুভূমি হচ্ছে, চেয়ে চেয়ে আমি শুধু দেখেই যাব, এই বাস্তবতা মনে নিয়েই দিন কাটাচ্ছিলাম। 'ইন্সল্লাহা মা আ'স সওয়া বিরিন' (বাংলা তরজমাঃ নিশ্চয়ই আল্লা ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন), মেসের পাক্সা মুসল্লী ইয়াওর ভাইয়ের (এখন লন্ডনে সেটলড) কথায় নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করতাম। প্রেম ভালবাসা সাপের মাথার মণির মত (এখন বুঝি, সাপের মাথার মণি বলতে বাস্তবে আদৌ কোন জিনিষই নেই। একি ভালোবাসার মতই ব্যাপার? -লেখক)। দুর্লভ ও সুদূরপর্যায়। সহজে ধরা দেয় না, শ্রী চন্ডিদাস দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পুকুরে বড়শি নিয়ে বসে থাকার পরে রজকিনীর মুখ দিয়ে একটা কথা বের করতে পেরেছিলেন, আর আমি মৌচাক মার্কেটে মাঝে মাঝে উঁকি মেরেই কি-না প্রেমিকার নাগাল পাওয়ার আশা করছি!

একবার মেসের দুই নাম্বারী পরিবেশে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, মেস ছেড়ে চলে যাব। নতুন বাসা ভাড়া নিব। এক মাস ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান আবাসিক এলাকার অলিগলি চষে বেড়ালাম। কোন ফল হলো না। ব্যাচেলর শুনলে ভাল এরিয়ায় কেউ বাসা ভাড়া দিতে চায় না। অবশেষে ইয়াওর ভাই আশ্বাস দিলেন, ইনার এক বন্ধুর খালা বাসা ভাড়া দেয়ার জন্য ভাল লোক খুঁজছেন। লোকেশন ও ভাল। নয়্যাপলটন, ডি আই টি একস্টেনসন রোডের কাছে। দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া! আল্লার কি অশেষ রহম, এ যে মেঘ না চাইতেই পানি! নতুন করে আশায় বুক বাঁধলাম। শালার ভালোবাসা না পেলে কি হল? ভালো একটি বাসা তো পাচ্ছি। তা'ছাড়া ওখানটায় বাসা হয়ে গেলে বুক ফুলিয়ে লোকজনকে বলা ও যাবে, 'থাকি নয়্য পলটন'। কে জানে, হয়তো ভালোবাসার পথ ও এতে সুগম হবে! 'ফকিরাপুল বাজার মেসে থাকি' বললে লোকজন কেমন যেন অবহেলার চোখে দেখে! ইয়াওর ভাই সাজেস্ট করলেন, যেন দুলাল ভাই কে সংগে নিয়ে যাই। কারণ তিনটি। এক, দুলাল ভাই

সদ্য উকালতী পাশ করেছেন। হেলাল ভাই (মেসের আরেকজন বড় ভাই) সে জন্য দুলাল ভাইকে ক্ষেপাতে প্রায়ই বলতেন, 'যার নাই কোন গতি, সে করে উকালতী এবং হোমিওপ্যাথি'। দুই নাম্বার কারণ, দুলাল ভাই সম্প্রতি 'মাত্র ২৪ ঘন্টায় অনর্গল ইংরেজী শিখুন!' বিজ্ঞাপণ দেখে ইংরেজী রপ্ত করে এসেছেন বলে আমাদের সবার ধারণা। কারণ নাম্বার তিন, দুলাল ভাই সদ্যমাত্র সিলভা কোর্স করে মাইন্ড কন্ট্রলের টেকনিক শিখে এসেছেন। কাজেই ইয়াওর ভাইয়ের বন্ধুর খালাকে বাসা ভাড়া দিতে রাজী করানো কোন ব্যাপারই না। সিদ্ধান্ত হল, দুলাল ভাই এবং আমি যাব বাসা ভাড়ার ব্যাপারে কথা বলতে। আমাকে দুলাল ভাই উনার আপণ ছোট ভাই বলে পরিচয় দিবেন।

পরের শুক্রবার বিকেলে পরম উৎসাহে দুলাল ভাই আর আমি ইয়াওর ভাইয়ের বন্ধুর খালার সাথে দেখা করতে ছুটলাম তাঁর নয়া পলটনের বাসায়। 'আজকে ঠিকই দেখতে পাবে দুলাল ভাইয়ের কেলামতি', চরম আত্মপ্রত্যয়ের সাথে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন দুলাল ভাই। ইয়াওর ভাইয়ের বন্ধুর রেফারেনস শুনে খালা আমাদের যার পর নাই সমাদর করলেন। বাপ-মা ছেড়ে মেসে কতই না কষ্ট হচ্ছে, ইত্যাদি সহানুভূতিসূচক অনেকখানি কথা ও বললেন। দুলাল ভাই সিলভা টেকনিকের সাফল্যে(?)সদা স্মিত হাস্যময় মুখে বাংলা ইংরেজীর সংমিশ্রনে খালার বাসার প্রসংসা করে যাচ্ছিলেন। আকস্মিকভাবে খালা এক পর্যায়ে বললেন, 'বাংলা কথা বলার সময় এত ইংরেজী শব্দ ব্যবহার কর কেন? এটাতো মোটেও নাইস (nice) দেখাচ্ছে না'। দুলাল ভাই বিপদের গন্ধ টের পেয়ে 'বিজাতীয়' ভাষা ইংরেজী বর্জন করলেন। এবার আসল প্রসংগ তোলা হল। 'খালা, আমরা শুনে এসেছি যে আপনি বাসা ভাড়া দিবেন', দুলাল ভাই শুরু করলেন। 'ঠিকই শুনেছ' বলে খালা একে একে অনেকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। 'আর কে কে আমাদের সাথে থাকবে?বাপ-মা-ভাই-বোনদের কেউ সাথে থাকবেন কি-না', ইত্যাদি। 'আমি, আমার এই ছোট ভাই (আমার দিকে ঈঙ্গিত করে) আর আমার এক বন্ধু মিলে থাকবে। বাইরের কেউ নেই। তা'ছাড়া আমরা সবাই লেখাপড়া জানা মানুষ', খালাকে খানিকটা সান্ত্বনা দেয়ার স্বরে দুলাল ভাই জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। চুপ করে খালা কি যেন চিন্তা করলেন খানিকক্ষন। লক্ষ করলাম, খালা খানিকটা কপাল কুঁচকালেন। 'আসলে বাবারা, আমি কিন্তু ব্যাচেলরদের কাছে বাসা ভাড়া দিব না'। অবশেষে অরিন্দম কহিলেন বিষাদে! খালার কথায় আমাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠল। যুক্তি হিসেবে খালা পাঁচ বছর আগে কি ভাবে কতিপয় বখাটে ব্যাচেলর যুবকদের কাছে বাসা দিয়ে বিপদে পড়েছিলেন, সেটির ফিরিস্তি টানলেন। যুবকেরা কি ভাবে কাজের বুয়ার সাথে ফষ্টি নষ্টি করতো, খালার কলেজ পড়ুয়া মেয়ের দিকে বাঁকা চোখে তাকাত, একবার একজন নাকি শিষ ও দিয়েছিল, বিশদ ভাবে খালা একে একে সব বর্ণনা করলেন। কলেজ পড়ুয়া মেয়ে! এ জন্যই একবার মনে হয়েছে, বাসার ভিতরে একটি তরুণী কণ্ঠ কথা বলছে! আহা রে পোড়া কপাল! অভাগা যে দিকে যায়, সাগর শুকায়! খালাকে শেষ পর্যন্ত রাজী করানো গেল না। এক পর্যায়ে বাইরে থেকে খালু আসলেন। সবশুনে তিনি খালার কথায়ই সায় দিলেন। হঠাৎ হঠাৎ মাথাগরম করে ফেলার ব্যাপারে দুলাল ভাইয়ের দুর্নাম ছিল। 'ব্যাচেলরদের যে বাসা দিতে পারব না! বাবারা,' খালু ও এ কথা বলেতেই মুখের উপর বলে দিলেন দুলাল ভাই, 'আমরা ব্যাচেলর আর আপনি কি হালায় মার পেট থেকে চেলর হয়ে বাইর হইছেন?'। অতঃপর দুলাল ভাই 'শিটা!', উচ্চারণ করতেই 'ডু ইউ ইউ ইট?' বলে দরজার আড়াল থেকে সদ্য যৌবনা তরুণীটি বেরিয়ে আসলো। কাঁটা গায়ে নুনের ছিটা! দুলাল ভাইকে হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে আসলাম। রিক্সায় ওঠে পুরানো আবাসস্থল মালিক মিয়ার মেসের দিকে রওয়ানা হলাম। ইন্নাল্লাহা মা আ'স সওয়া বিরিন। মনে মনে পড়তে লাগলাম।

আজ ও ২০০৪ সালের ভালোবাসা দিবসে তাই পড়ে যাচ্ছি।

সবাইকে ভালোবাসা দিবসের উষ্ণ শুভেচ্ছা!

(সমাণ্ড)

নিউ ইয়র্ক

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪